কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 27 APR 2017
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 9

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

উপাচার্যের শূন্য হওয়া পদ নিয়ে অস্থিরতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় 'উপাচার্যহীন' অবস্থায় রয়েছে এক মাসের বেশি সময়। নতুন করে উপাচার্য নিয়োগ বিষয়ে শিক্ষকদের রয়েছে মতবিরোধ ও অস্থিরতা। একটি পক্ষ সদ্য সাবেক উপাচার্য ড. মো. মাহ্‌বুবর রহমানের পুনর্নিয়োগের পক্ষে। অন্যদিকে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে অন্য পক্ষ এতে বিরোধিতা করছে। এ নিয়ে কর্মসূচিও পালন করছে শিক্ষকদের একাংশ।

গত ১৯ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে চার বছরের দায়িত্বকাল শেষ করেন প্রফেসর ড. মো. মাহ্‌বুবর রহমান। তাঁকে পুনরায় নিয়োগের আলোচনা উঠতেই নানা অভিযোগ তুলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আন্দোলন শুরু করেছে শিক্ষকদের একটি অংশ। এ পরিস্থিতিতে বিব্রত বেশির ভাগ শিক্ষক।

আন্দোলনরত প্রফেসর আব্দুল মান্নান আখন্দ বলেন, 'সদ্য বিদায়ী উপাচার্যের চার বছরের দায়িত্ব পালনকালে সব ক্ষেত্রে অনিয়ম হয়েছে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ঘণ্টা কর্মসূচি পালন করছি, তাতে পড়াশোনার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে না। আমরা আসলে সৎ ও ভালো উপাচার্য চাই। নতুন উপাচার্য পদের প্রত্যাশী আমি নই। তবে গত চার বছরে কী হয়েছে তা নিয়ে ভাবনার বিষয় আছে।'

অভিযোগ প্রসঙ্গে প্রফেসর ড. মো. মাহ্‌বুবর রহমান বলেন, 'চার বছর অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছি। গবেষণার প্রতি দায়িত্বশীল থেকেছি, বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থিতিশীল রেখেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুমুখী উন্নয়নে সকলকে সম্পৃক্ত করেছি। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে সক্ষম ছিলাম বলে মনে করি। কতিপয় শিক্ষক আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে কালিমা লেপন করতে চাচ্ছেন। তাঁরা চাচ্ছেন যাতে আমার পুনর্নিয়োগ না হয়। আমার বিরুদ্ধে কোনো দুর্নীতির প্রমাণ তাঁরা দিতে পারবেন না।'

ভেটেরিনারি মেডিসিন ও এনিম্যাল সায়েন্স বিভাগের ডিন ড. মো. মোর্শেদুর রহমান বলেন, 'আমি আসলে নিজেও বুঝে উঠতে পারছি না কেন এমনটি হচ্ছে। যাঁরা সাবেক ভিসির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে আন্দোলন করছেন তাঁরা তো স্যারের সঙ্গে সরাসরি প্রশাসনিক কাজকর্মে যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন পদ-পদবি বহন করেছেন তাঁরা। এখন ভিসি স্যার যদি কোনো অনিয়ম বা অপরাধ করে থাকেন তাহলে তো তাঁরাও সেই অপরাধে অপরাধী হওয়ার কথা।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক রশিদুল হাসান বলেন, 'উপাচার্যের অবর্তমানে শিক্ষকদের আরো গুরুত্ব সহকারে দায়িত্ব পালন করা উচিত। একাডেমিক কার্যক্রম, গবেষণামূলক কার্যক্রমসহ অনেক কাজ থাকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। আন্দোলনের চেয়ে এদিকে মনযোগী হওয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সকলের স্বার্থে যদি আন্দোলন হয় তাহলে তো আমরা সকলে মিলে অংশগ্রহণ করব।'

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং ...
তারিখ ...
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর